সংবাদ

তারিখ 2 JAN 2007 পৃষ্ঠা কলাম

চলনবিলে নৌকাস্কুল

সৌরশক্তি ব্যবহার করে দেয়া হচ্ছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

নাটোরের চলনবিল এলাকায় নৌকাস্কুল ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দারিদ্র্যপীড়িত চলনবিল এলাকার ভূমিহীন, কৃষক ও শ্রমিকের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করছে এই নৌকাস্কুলে। এ নিয়ে তিন পর্বে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন আমাদের নাটোর প্রতিনিধি স্বপন দাস। আজ ছাপা হলো দ্বিতীয় পর্ব।

চলনবিলের বিশাল নৌপথে সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা সৌরশক্তি ব্যবহার করে নৌকা স্কুলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

১৮টি নৌ গ্রন্থাগারে স্থাপন করা হয়েছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। দেড় হাজারের অধিক বই এবং ৪টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ প্রতিটি নৌকা স্কুলে প্রতিদিন অন্তত ৪৮ জন শিক্ষার্থী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ২০০ জন পাঠক বই পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। গ্রন্থাগারে বই, সাময়িকী, জার্নাল, গল্প, উপন্যাস, নাটক, রম্যরচনা, কবিতা, ছড়া, সায়েন্স ফিকশন, বিশ্বকোষ, পাঠ্যপুস্তকসহ বাংলা একাডেমী ও শিশু একাডেমীর বই আছে। নৌ গ্রন্থাগারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহস্রাধিক কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণীসহ স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে প্রযুক্তিনির্ভর কর্মজীবন গড়ার ব্যাপারে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বদহর গ্রামের মিতা খাতুন নিয়মিত নৌ গ্রন্থাগারে কম্পিউটার শিখতে আসেন। তিনি জানান: নৌকায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা প্রতিদিনের সংবাদপত্র, রাজধানীর স্কুল-কলেজের ভর্তির খবর, এসএসসি-এইচএসসি রেজাল্ট, চাকরির খবর জানতে পারছি যা আমাদের মাঝে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ তৈরি করেছে। আকতার হোসেন বলেন, এখানে স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক থাকায় যাদের বই কেনার সামর্থ্য নেই তারাও ভালভাবে লেখাপড়া শিখতে পারছে। ওয়াসিম এক ঘণ্টার পথ হেঁটে এই লাইব্রেরিতে পড়তে আসেন। এক সময় তার কাছে কম্পিউটার ব্যবহার ছিল কল্পনার বিষয় এবং ইন্টারনেটও ছিল অজানা। এখন সে জানে ইন্টারনেটে অনেক অজানা তথ্য জানার ও সম্ভাবনা তৈরির ক্ষেত্র। এছাড়া নৌ গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে গ্রামের কৃষকরা কৃষি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সরাসরি পরামর্শ নিচ্ছেন। কৃষি বিশেষজ্ঞরা নৌকায় ইন্টারনেট থেকে পাঠানো কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে থাকেন। সিংড়ার আবদুল কুদ্দুস নামের এক কৃষক বলেন, 'কৃষি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সরাসরি নৌকা ও মাঠে কথা বলা এবং পরে ই-মেইলের মাধ্যমে মাঠের সমস্যা নিয়ে আলোচনা ক্ষেতে ফসল বাড়াতে সহায়তা করছে।

নাটোর

নৌ গ্রন্থাগারের আরেকটি বিশেষ নৌকায় ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে কৃষকরা পরিবেশ উপযোগী কৃষি পদ্ধতি এবং কিশোরী-তরুণীরা মানবাধিকারের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। নৌকায় ইন্টারনেট সংযোগ, কথা বলা এবং ফ্যাক্স ব্যবস্থা মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। যার মাধ্যমে কৃষকরা বাজারদর, আবহাওয়ার খবরসহ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য তথ্য ইন্টারনেট থেকে জানতে পারছে। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষি বিশেষজ্ঞ ড. ইউসুফ আলী বলেন, 'নৌকায় এই শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকদের সঙ্গে মাঠপর্যায়ে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি। অনেক অভিজ্ঞতা কৃষকদের মাঝে পৌঁছে দিচ্ছি। যেমন- প্যাডেল পাম্প যাতায়াতে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। কৃষকরা টেকসই চাষাবাদ পদ্ধতি, নদী ও পরিবেশগত ধারণা পাচ্ছে। সার ও কীটনাশকের সঠিক ব্যবহার, ভূমি ক্ষয়রোধ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারছে কৃষকরা। কৃষক আবদুল আজিজ বলেন, প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা এখন নদীর পানি দূষণরোধ, কীটনাশকের প্রয়োগ ছাড়াই ফসলের ফলন বাড়ানোসহ কৃষি সামগ্রীর যথাযথ মূল্য সম্পর্কে জানতে পারি যা আমাদের জীবনপ্রাপ্ত কৃষাণি জোছনা খাতুন বলেন, 'এখন আমি যান্ত্রিক উপায়ে পোকা দমন করে ফসলকে রক্ষা করতে পারছি। এতে যেমন স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না, তেমনি টাকা বাঁচে এবং পরিবেশও দূষিত হয় না।

আমি জমিতে দ্বিগুণ ফলন পাই।' ইন্টারনেট সংযোগসহ ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম ও ডিসপ্লে স্ক্রিনের মাধ্যমে 'মোবাইল ইন্টারনেট শিক্ষা ইউনিট' নদীর তীরবর্তী প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সন্ধ্যা ও রাতে নোঙর ফেলে বড় পর্দায় দূরশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। ভ্রাম্যমাণ এই শিক্ষালয়গুলো নদীপথে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের জীবনবৈচিত্র্য রক্ষা, নদীভাঙন ও ভূমিক্ষয় রোধ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করছে। মানুষের জীবনে নদীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারছে। এছাড়াও সিধুলাই কন্ঠস্বর, বাক্য, চিত্র সংবলিত ওয়েব টিউটোরিয়াল, কার্টুন, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি তৈরি করছে যা ইন্টারনেট ইউনিট ছাড়াও নৌকা স্কুল ও নৌ গ্রন্থাগারে দেখানো হয়।

সংস্থার প্রোগ্রাম ম্যানেজার সুপ্রকাশ পাল বলেন, 'আমাদের শিক্ষামূলক টিউটোরিয়ালগুলো বিশেষভাবে আঞ্চলিক ভাষা, বাক্য ও চিত্র সংবলিত যাতে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষ সহজেই পড়তে ও বুঝতে পারে।' ৪৫ বছরের কৃষক আফসার আলী মণ্ডল নৌকায় প্রশিক্ষণ নিয়ে তার ক্ষেতের উপকারি পোকা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি এখন কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস করেছেন। তিনি বলেন, এখন জমির ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে ল্যাপটপের স্ক্রিনে ভেসে ওঠা দুটি উইন্ডোতে দেখা গেল অভাবনীয় দৃশ্য: দূরের গুরুদাসপুরের খুবজিপুর গ্রামে নৌ গ্রন্থাগার থেকে কৃষক মতিরুল ইসলাম পোকা আক্রান্ত কুমড়া দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ক্ষেতের কুমড়ার ফল হলুদ হয়ে ঝড়ে যাচ্ছে। কৃষিবিদ ড. সমজিত পাল কর্ডলেস মাইক্রোফোনটি নিয়ে ওয়েব ক্যামেরার সামনে বসে জানালেন, আপনার জমির কুমড়াগুলো

নাটোর : সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে নৌকাস্কুলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এক তরুণী –সংবাদ

'ফ্রুট ফ্লাই' এ আক্রান্ত। কেরোসিন দিয়ে মাছি মারার পদ্ধতি প্রয়োগ করে পোকা দমন করা যাবে। উল্লেখ্য, নৌ গ্রন্থাগারগুলো সৌর বিদ্যুৎসম্পন্ন। শুধু নৌকায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার নয়, বিদ্যুৎবিহীন গ্রামের অনেক পরিবারের ঘরেও সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে সিধুলাই সংস্থা। সংস্থা প্রশিক্ষণার্থীদের বিনা খরচে সৌরশক্তি চালিত ল্যানটার্ন প্রদান করেছে যা দিয়ে তারা নৌ গ্রন্থাগার থেকে বই নেয়। এই ল্যানটার্ন ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা রাতে পড়াশোনা করতে পারে এবং দোকানিরা গভীর রাত পর্যন্ত বেচাকেনা করতে পারছে।

গুরুদাসপুর উপজেলার বিলশরিষাবাড়ীর খোকন আলী এই ল্যানটার্ন রাতে খেয়া পারাপারে নৌকায় ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, নৌকায় বেশি আলো থাকার কারণে তার নৌকায় আগের তুলনায় বেশি লোক পারাপার হচ্ছে। এভাবে বিদ্যুৎবিহীন এলাকার জনগণের মাঝে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে।

সহজেই মুনাফা তুলে আনতে পারছি।'

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায়, চাটমোহরের বড়দানগর গ্রামে অবস্থানরত নৌকা স্কুলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'পোকা দমন ও নদী দূষণ রোধ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ৩০ জন কৃষাণ-কৃষাণি